আমাদের দেশের আবহাওয়া হাঁস পালনে খুবই উপযোগী। সমস্যা হচ্ছে হাঁসের মাংস ও ডিম মুরগির মাংসের চেয়ে জনপ্রিয় কম। তবে বর্তমানে এটি অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এখন হাঁস চাষ লাভজনক একটি প্রযুক্তি।

**হাঁস** **পালনে** **সুবিধা :** হাঁসের রোগবালাই তুলনামুলক খুবই কম। তাছাড়া খাবারের তেমন অভাব হয় না। দেশি মুরগি যেখানে গড়ে বছরে ৫৫টি ডিম দেয়, দেশি হাঁস সেখানে ৯০টির বেশি ডিম দিয়ে থাকে। আর উন্নত জাত হলে বছরে ২৫০-৩০০টি ডিম দিয়ে থাকে।

**উন্নত** **হাঁসের** **জাত :** হাঁসের জাত নির্বাচন করার ক্ষেত্রে যে জাতের হাঁস বেশি ডিম দেয় সে জাতের হাঁস নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে খাকি ক্যাম্পেবেল,  ইন্ডিয়ান রানার, সিলেট মিটি ও নাগেশ্বরী জাত নির্বাচন করা যেতে পারে। এ জাতের হাঁস ৫ মাস বয়স থেকে ২ বছর পর্যন্ত ডিম দেয়।

**হাঁস পালন পদ্ধতি :** হাঁস বিভিন্ন পদ্ধতিতে পালন করা যায়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে মুক্ত জলাশয়ে হাঁস পালন। এ পদ্ধতিতে ২৫-১০০টি হাঁস মুক্ত পুকুরে, লেকে অথবা ধান কাটার পর পরিত্যক্ত জমিতে পালন করা যায়। অপরটি হচ্ছে আবদ্ধ পদ্ধতি হাঁস পালন। এ পদ্ধতিতে ১-১০ লাখ হাঁস পালন করা সম্ভব। দিনের বেলায় হাঁস পানিতে থাকতে পছন্দ করে। শুধু রাতযাপনের জন্য ঘরের প্রয়োজন। এ ছাড়াও দুইটি পদ্ধতি রয়েছে। যেমনঃ অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতি ও ভাসমান পদ্ধতি।

**হাঁসের ঘর তৈরি** : পুকুরপাড়ে কিংবা পুকুরের ওপর ঘরটি তৈরি করতে হবে। ঘরের উচ্চতা ৫-৬ ফুট হলে ভালো হয়। ঘর তৈরিতে বাঁশ, বেত, টিন, ছন, খড় ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে ইট দিয়ে মজবুত করে ঘর তৈরি করতে পারলে ভালো হবে। ঘরটি খোলামেলা হতে হবে এবং সাপ ও ইঁদুর থেকে মুক্ত রাখতে হবে। শহরে বিভিন্ন মাপের চৌবাচ্চায় হাঁস পালন করা হচ্ছে । এক্ষেত্রে প্রশস্ত ছাদ থাকলে সুবিধা বেশি। ছাদের একপাশে ঘর অপর পাশে চৌবাচ্চা নির্মাণ করতে হবে।

**হাঁসের রোগ , লক্ষণ, প্রতিকার ও চিকৎসাঃ**

মুরগির চেয়ে হাঁসের কম রোগ হয়। যদিও তারা রোগ থেকে মুক্ত নয়।হাঁসের    ডাক প্লেগ, কলেরা, বিভিন্ন পরজীবী (কৃমি), হাঁস ভাইরাস হেপাটাইটিস ইত্যাদি প্রধান ক্ষতিকারক রোগ হয়ে থকে।

**রোগের লক্ষণ**

ü  হাঁস কোনো লক্ষণ ছাড়াই হঠাৎ মারা যেতে পারে।

ü  খাবার খাওয়া বন্ধ করে দেয়।

ü  ঘন ঘন পানি পান করে।

ü  ঠোঁটের রঙের পরিবর্তন দেকা যায়।

ü  হাঁসের পালক অবিন্যস্ত হয়ে যায়।

ü  পাখনা বেশী ঝুলে যায়।

ü  ডিমপাড়া হাঁসি ডিম দেওয়া বন্দ করে দেয়।

ü  চোখ বেরিয়ে আসে এবং  আলো দেখলে ভয় পায়।

ü  তরল পদার্থ নাক এবং মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

ü  হাঁসের পেট খারাপ হতে পারে।

ü  মাথা, ঘাড় এবং হাঁসের শরীরে ঝাঁকুনি দেখা যেতে পারে।

ü  পা এবং পাখনা অবশ হয়ে যায়।

ü  বুকের উপরে ভর করে বসে থাকে।

ü  তারা এক জায়গায থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া বন্ধ করে দেয়।

**প্রতিরোধ**

Ø  নিয়মিত হাঁসকে টীকা প্রদান করতে হবে।

Ø  খামারের ভিতরে অবাঞ্ছিত অতিথি এবং পশু প্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

Ø  হাঁসের জন্য একটি উপযুক্ত ঘর তৈরি করতে হবে।

Ø  ঘর সর্বদা শুষ্ক, পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

Ø  রোগ প্রতিরোধের জন্য সময়মত হাঁসকে টিকা দিতে হবে।

Ø  সর্বদা পুষ্টিকর এবং তাজা খাদ্য দিতে হবে।

Ø  রোগ সংক্রামিত হাঁসকে সুস্থ হাঁসের থেকে পৃথক করে রাখতে হবে।

Ø  মৃত হাঁসকে মাটির নিচে পুতে ফেলতে হবে অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

**চিকিৎসা –**রোগাক্রান্ত হাঁসকে আলাদা করে রাখতে হবে এবং নিকটস্থ প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

মোঃ বিল্লাল হোসেন(বিএজিএড)

সহকারী শিক্ষক(কৃষি)

ফুলহাতা মাধযমিক বিদ্যালয়

মোরেরলগঞ্জ,বাগেরহাট।